যায়যায়দিন

তারিখ JUL 29 2006
পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ২

শেরে বাংলা কৃষি ইউনিভার্সিটি

নতুন নিয়োগ দিয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশ উপেক্ষা করেছেন ভিসি

আতিক রহমান পূর্ণিমা

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশ উপেক্ষা করেছেন শেরে বাংলা কৃষি ইউনিভার্সিটির ভাইস চ্যান্সেলর ড. এএম ফারুক। শিক্ষা মন্ত্রণালয় গত ২৮ জুন দেশের পাবলিক ইউনিভার্সিটিগুলোতে সব রকম নিয়োগ বন্ধের নির্দেশ দিয়েছে। কিন্তু তারপরও এ ইউনিভার্সিটিতে শতাধিক কর্মচারী নিয়োগ দেয়া হয়েছে। দু'জন শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। তবে ভিসি এএম ফারুক এসব নিয়োগে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশ অমান্য করা হচ্ছে না বলে দাবি করেছেন।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আদেশে দেশের পাবলিক ইউনিভার্সিটিগুলোতে অনুমোদনহীন পদে নিয়োগের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। ইউনিভার্সিটির বিরোধী দল সমর্থক সচেতন শিক্ষক সমাজ-এর প্রেসিডেন্ট ড. নুরুল ইসলামসহ কয়েক শিক্ষক গত ১৮ জুলাই শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে পাঠানো এক চিঠিতে অভিযোগ করেছেন, মন্ত্রণালয়ের আদেশ লঙ্ঘন করে কৌশলে ইউনিভার্সিটিতে নিয়োগ অব্যাহত রাখা হয়েছে। এমনকি এসব নিয়োগের জন্য পত্রিকায় কোনো বিজ্ঞাপনও দেয়া হয়নি। শুধু অভ্যন্তরীণ বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে ইউনিভার্সিটিতে এন্ট্রি পদে কর্মচারী নিয়োগ দেয়া হয়েছে ৯০ জন। এসব নিয়োগের ক্ষেত্রে গত ২২ জুনের ব্যাকডেট ব্যবহার করা হচ্ছে বলেও শিক্ষকরা অভিযোগ করেছেন। ইউনিভার্সিটিতে কেমিস্ট্রি বিভাগে দু'জন শিক্ষক নিয়োগের জন্যও গত বুধবার মৌখিক পরীক্ষা নেয়া হয়েছে। এসব অভিযোগ সম্পর্কে ভিসি এএম ফারুক গতকাল যায়যায়দিনকে বলেন, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অর্ডারটি তার কাছে এসেছে এ মাসের ৪ তারিখে। কিন্তু কর্মচারী নিয়োগ দেয়া হয়েছে গত মাসের ২২ তারিখে। এই নিয়োগ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের চিঠির পরিপন্থী নয়। পেপারে বিজ্ঞপ্তি না দেয়া সম্পর্কে তিনি বলেন, ফার্স্ট ক্লাস পোস্ট ছাড়া অন্য পদের জন্য বিজ্ঞাপন না দিলেও চলে। শিক্ষক নিয়োগের জন্য বুধবার মৌখিক পরীক্ষা নেয়া হলেও ড. এএম ফারুক দাবি করেছেন, তার ইউনিভার্সিটিতে কোনো শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন নেই। তবে তিনি এও জানান, কেমিস্ট্রি বিভাগের কয়েকজন শিক্ষক বিদেশ চলে যাবেন বলে এ বিভাগে জরুরি ভিত্তিতে শিক্ষক প্রয়োজন। তাই বিভাগের পক্ষ থেকে পার্টটাইম শিক্ষক চাওয়া হয়েছে। তবে প্রস্তাব পাঠালেও এখন কোনো শিক্ষক ইউনিভার্সিটিতে নিয়োগ দেয়া হবে না বলে ভিসি জানান। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে কয়েকজন শিক্ষকের দেয়া অভিযোগকে ভিসি শিক্ষক রাজনীতির অংশ বলে উল্লেখ করেছেন।

এদিকে শেকৃবি প্রতিনিধি জানান, নিয়োগ প্রক্রিয়া নিয়ে সৃষ্ট অচলাবস্থার দ্বিতীয় দিন গতকাল শুক্রবার সকাল ১০টা থেকে ছাত্রছাত্রীরা ছাত্রঐক্যের ব্যানারে ড. এএম ফারুকের বাংলো ঘেরাও করে। এ সময় বিক্ষুব্ধ ছাত্রছাত্রীরা কাউকে ভেতরে ঢুকতে বা বের হতে দেয়নি। এক পর্যায়ে বাধ্য হয়ে ভিসি বেরিয়ে এসে অবরোধ তুলে নেয়ার অনুরোধ জানান। এ সময় তিনি দুই দুর্নীতিবাজ প্রশাসনিক কর্মকর্তা উপরেজিস্ট্রার খন্দকার সেলিম রেজা মধু এবং ব্যক্তিগত সহকারী মোহাম্মদ জাকিদুর রহমানকে বদলি করার আশ্বাস দেন। পরে ছাত্রছাত্রীরা মিছিল করে ক্যাম্পাসে ফিরে এসে সমাবেশ করে।